বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা

গোপাল হালদার

['বিজ্ঞান ভারতীর' জন্য পাওয়া মতামতগুলির* অংশ হিসেবে পাওয়া গেলেও গোপাল হালদারের এই লেখাটি, দৈর্ঘ্যে, ব্যাখ্যার বিশদতায় এবং লেখক পরিচয়েও স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মর্যাদা দাবী করে। তাই সেভাবেই প্রকাশ করা হল ।
— স. প্রতর্ক]

বিদ্যা মাতৃভাষার মাধ্যমেই স্বচ্ছন্দ ভাবে আয়ত্ত ও স্বচ্ছন্দ ভাবে পরিবেশন করা যায়, এই সাধারণ কথাটা অনেকে মানেন। কিন্তু তারপরেই যখন বাঙলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার কথা ওঠে, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রশ্ন তোলা যায়, তখন তাঁরা অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ দেশে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একটা দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন বটে, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাথ সাহা প্রভৃতিও বৈজ্ঞানিক আলোচনা বাঙলা ভাষায় করেছেন। কিন্তু তা প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিকের জন্য বিজ্ঞান আলোচনা নয়, সাধারণ শিক্ষিত মানুষের জন্য বিজ্ঞানের সর্ববোধ্য তথ্য পরিবেশন। বৈজ্ঞানিকের নিজ পারিভাষিক ও নিজ পদ্ধতিতে বিজ্ঞান আলোচনা একটু স্বতন্ত্র জিনিস। কতটা তা বাঙলা ভাষায় সম্ভব, এবং কিরূপ সম্ভব, একথা তাই বিচার সাপেক্ষ। অবশ্য বিচারটা প্রধানতঃ করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা একাধারে বৈজ্ঞানিক ও বাঙলা ভাষাও যাঁদের সম্যক আয়ত্ত — যেমন, অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি পণ্ডিতগণ। আমার মত যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র নন, কিম্বা অনেক বৈজ্ঞানিকের মত যাঁরা বাঙলায় বিজ্ঞান পরিবেশনের প্রস্তাবটা তলিয়ে বুঝতে সময় পান না, তাঁদের এ বিষয়ে বিভ্রান্তি থাকা আশ্চর্য নয়। এ বিচারে আমার ধারণা ও বক্তব্য পরিবেশন করছি — ত্রুটি জেনেও — বিচারটা আরম্ভ করা প্রয়োজন বলে।

একালে বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তার জন্ম আধুনিক যুগে, অর্থাৎ ইউরোপীয় রিনেসাঁসের কাল থেকে, আর প্রধানতঃ তাঁর প্রাদুর্ভাব ক্ষেত্র হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য দেশ — পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা। ইদানীং অবশ্য রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি অনেক দেশও তাঁর বিপুল প্রসার ক্ষেত্র। যে কোনো জাতি আধুনিক জীবনযাত্রা চায়, তারই বিজ্ঞানের চর্চার ও প্রসারের উপযোগী ক্ষেত্র তৈরী করতে হয়। এক অর্থে — 'আধুনিক' কথাটা অনেকাংশেই বোঝা যায় বিজ্ঞান প্রভাবিত কাল। বিজ্ঞান কোনো বিশেষ দেশের সম্পদ নয়— আন্তর্জাতিক বৈভব। কিন্তু 'আন্তর্জাতিক' অর্থ হল সার্বজাতিক—জাতিহীনতা নয়। অন্ততঃ পাশ্চাত্ত্য জাতিদের আশ্রয় করে আর তাদের ভাষা ও ভাষাগত ঐতিহ্যকে সহায় হিসাবে নিয়েই বিজ্ঞান এতকাল পর্যন্ত বিকাশলাভ করেছে । এভাষা সমুহের প্রধান হচ্ছে ইংরেজি, দ্বিতীয় জার্মান, আর তৃতীয় সম্ভবত ফরাসি, রুশ ভাষা সম্প্রতি প্রধান এক বাহন হতে

*দ্রষ্টব্য পৃ. ৬৭

চলেছে। যাই হোক, এসব পাশ্চাত্ত্য ভাষার ভাষাগত ঐতিহ্য হচ্ছে গ্রীক ভাষা লাতিন ভাষার দানে পুষ্ট ঐতিহ্য । অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ইংরেজিরও নয়, জার্মানেরও নয়, ফরাসিরও নয়, গ্রীকো- লাতিন ভাণ্ডার থেকে ওসব ভাষার দ্বারা আহৃত ঠিক আমরা যেমন বাঙলার পরিভাষা আহরণ করি সংস্কৃতর ভাণ্ডার থেকে তাই। ওসব ভাষার ও পরিভাষার সঙ্গে বিজ্ঞানের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত একটা গভীর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে - সে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পাশ্চাত্য ভাষার কখনো বেগ পেতে হয়নি। তথাপি বিজ্ঞান সেই বিশেষ বিশেষ ভাষার পরিচ্ছদ ছাড়িয়ে প্রায় নিজেরই একটা পারিভাষিক পরিচ্ছদ তৈরী করে ফেলেছে — যতই বিজ্ঞানের গবেষণা ও চর্চা বিকশিত হচ্ছে ততই তা একমাত্র সেই বিশেষ ভাষাজানা বৈজ্ঞানিকদের বোধ্য ও আলোচ্য হয়ে উঠছে — ইংরেজি জানা বা জার্মান জানা বা ফরাসি জানা সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষে আর সহজবোধ্য থাকছে না। অথচ বিজ্ঞানের একটা বড় প্রয়োজন—পণ্ডিতদের বিদ্যা হলেও সাধারণের বোধ্য হওয়া। এ যুগের বিজ্ঞানের এ সমস্যা হগবেন তার Loom of Language নামক বিখ্যাত পুস্তকে আলোচনা করেছেন। এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নেই। কথাটা শুধু এই — উচ্চ বিজ্ঞানের চর্চা একটা বিশিষ্ট পারিভাষিকের সহায়েই এখন সম্ভব। সে পারিভাষিক আসলে কোনো পাশ্চাত্ত্য ভাষা নয় — কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য জগতে উদ্ভূত বিশেষ প্রতীক বা সিম্বল, যা সমস্ত আন্তর্জাতিক বিদ্বৎমন্ডলির সম্পত্তি, বিজ্ঞানের স্বভাষা। বিজ্ঞানের উচ্চতম চর্চা যারা যে দেশেই করুন তারা এই বিদ্বৎ গ্রাহ্য আন্তর্জাতিক প্রতীকী ভাষাকে গ্রহণ না করে পারবেন না— এখানে বাঙলার মাধ্যম, ইংরাজির মাধ্যম প্রভৃতি কথা অত্যন্ত গৌণ এবং যতটুকুই তা ব্যবহার্য হোক মূলত অবান্তর।

দ্বিতীয় স্তরের কথা হল — এর নিম্নবর্তী বিজ্ঞান চর্চার কথা। যেমন, আমাদের কলেজে। বিশেষ করে গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে যার দান ও আহরণ চলে। বলা বাহুল্য, এখানেও আন্তর্জাতিক জগতে গ্রাহ্য পরিভাষা কেউ বর্জন করলে আন্তর্জাতিক বিদ্বৎ জগৎ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়বেন, প্রত্যেক দেশের এক একটা পরিভাষা তৈরী হতে থাকলে তা হবে বিজ্ঞানের পক্ষে দুর্ভাগ্য। এ বিচ্ছিন্নতা ও এ দুর্ভাগ্যের আয়োজন করেছেন উগ্র হিন্দীবাদী ডাঃ রঘুবীর প্রভৃতি পরিভাষাকাররা। পুণার পরিভাষা কংগ্রেসে এ বিষয়ে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে সভাপতির অভিভাষণ দেন (তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে) তাতে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ আছে। যে পরিভাষা সত্যই আন্তর্জাতিক তা গ্রহণ করে, আমরা অন্য ধরণের 'পরিভাষিক' নিজেদের জন্য কি ভাবে তৈরী করব, তাতে তার সন্ধান দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রকাশিত করেছিলেন, এখন তা আর প্রায়ই কিনতে পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ও উদাসীন। অবশ্য পরিভাষা ক্রমশই বাড়ছে ও বাড়বে । অতএব প্রয়োজন হচ্ছে একটি স্থায়ী

পরিভাষা কমিটির -- যা মাঝে মাঝে তালিকা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করবে।

অবশ্য পরিভাষাই একমাত্র সমস্যা নয় -- বইপত্রেরও কথা আছে। যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন উচ্চ বিজ্ঞানের দামী বই এমন ভাষায় রচিত হবে যে ভাষা বহু বৈজ্ঞানিক জানেন, কারণ নইলে সে বইএর মুদ্রণব্যয় পোষাবে না। তাই অধিকাংশ বিজ্ঞানের বই পাশ্চাত্ত্য ভাষায় -- বিশেষত ইংরাজি ভাষায় রচিত হয় ও হবে । তা সহজবোধ্য। বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে তাই পড়ে বুঝার মত ইংরেজি আয়ত্ত করতে হবে, এ কথাও মানতে হবে। কিন্তু ইংরেজি পড়ে বুঝা এক কথা আর ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষালয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ আর এক কথা। বিজ্ঞানের ইংরাজি বই পড়া ও পড়ানোর প্রয়োজন এখনো অনেক দিন আমাদের দেশে থাকবে -- কোনো কোনো বিজ্ঞানের বই দরিদ্র দেশে মুদ্রণ করার সুবিধাও বেশি হবে না -- কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম যে বাঙলা ভাষা হতে পারে উপরের শর্তগুলো মনে রাখলে কেউ তাতে সন্দেহ করবেন না। সন্দেহ করলে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ক্লাশে যাবেন -- সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

অসুবিধা দু কারণে হতে পারে -- প্রধান হল ইংরেজিতে পড়া কথা ইংরেজিতে উদগীরণ সহজতর। বলা বাহুল্য এটা বিদ্যাদান নয়। বিদ্যাহরণের অসম্পূর্ণতার জন্য বিদ্যা উদগীরণ। দ্বিতীয়ত অভ্যাস। আর তৃতীয়ত, কোনো ভাষাতেই আমরা আত্মপ্রকাশের শক্তি আয়ত্ত করিনা -- তা কি বাঙলা, কি ইংরাজি,-- তাই এ দুর্দশা।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই -- বাঙলা ভাষা এদিকে ইংরাজির মত অত শক্তিশালী হয় নি। কিন্তু এ শক্তিও চেষ্টা সাপেক্ষ। আর চেষ্টা ও যত্ন থাকলে যে বাঙলায় প্রায় সকল কথাই প্রকাশ করা যায়, এ সত্য আমরা বেশ জানি।

অবশ্য আর একটা বিষয়ে তো সন্দেহ নেই -- Science for the citizen যদি পরিবেশন করতে হয় তা হলে তা দেশের লোকের স্বভাষাতেই পরিবেশন করতে হবে। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকদের এটা একটা বড় দায়িত্ব -- একদিকে বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকী ভাষায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রসার করা, আর অন্য দিকে সাধারণ মানুষের ভাষায় সেই বৈজ্ঞানিক দান পৌঁছিয়ে দিয়ে সাধারণের চিত্তভূমিকে সংস্কৃত ও সমুন্নত করা। এই শেষ কাজটা বাঙলাভাষায় না করলে বাঙালীর চিত্তভূমি অনেকাংশেই আগাছায় আচ্ছন্ন থাকবে।

ইংরেজি নির্ভরতার বিরুদ্ধে মুখর অতীতের বিজ্ঞান অধ্যাপকদের কিছু মতামত

সংগ্রহ ঃ এ. কে. রায়

[আজ যখন আর্থিক পরনির্ভরতার সাথে সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত পরনির্ভরতাও বাড়ছে এবং ইংরেজি ছাড়া গতি নাই এরকম হাওয়া পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়েও বইতে শুরু করেছে, যার প্রভাব প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়াবার আন্দোলনে দেখতে পাচ্ছি, অতীতের বিজ্ঞান অধ্যাপকদের কিছু সুচিন্তিত মতামত এ বিষয়ে আলো দেখাতে পারে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেকার কথা। ১৯৫৮ সাল। আমরা তখন কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র ছিলাম। তখনও একবার গেল গেল রব উঠেছিল। ইংরেজি ছাড়া আমরা অনাথ হয়ে যাব, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাই ইংরেজিকে ভারতীয় ভাষার জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা চলবে না। এই ভাবনার বিরুদ্ধে এক সংগঠন সৃষ্টি হয়েছিল। যার নাম ছিল "বিজ্ঞান ভারতী", যার উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার। সে সময়ে অধ্যাপক সত্যেন বসুর মত দিকপাল বিজ্ঞানী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষার মাধ্যমের ওপর সবার মতামত সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা লিখিতরূপে মত দিয়েছিলেন—মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং সম্ভবও। ইংরেজি শিখতে পারে কিন্তু তার উপর নির্ভর থাকার কোনই কারণ নাই। তাদের লিখিত মতামতগুলির পাণ্ডুলিপি হঠাৎ খুঁজে পেলাম যেগুলি আজকের আন্দোলনের সুন্দর জবাব হতে পারে।

এখানে অতীতের স্মৃতিচারণের সাথে উল্লেখ করতে চাই বিজ্ঞান কলেজে "বিজ্ঞান ভারতী"র চার বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে সে সময়কার প্রায় সব বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ঐ সংস্থা পেয়েছিল। বিজ্ঞান ভারতীয় প্রথম সভাপতি ছিলেন ডাঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় যিনি তখন ফলিত রসায়ন বিভাগের রীডার ছিলেন এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। এর পরে সভাপতি হন ডাঃ মণিমোহন চক্রবর্ত্তী যিনি পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলন। বিজ্ঞান ভারতীর পক্ষ থেকে বার্ষিক পত্রিকা বের করা হতো যাতে বাংলাতে বিজ্ঞানের উপর গবেষণাপত্র সহ অতি উচ্চমানের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ছিলেন। তিনিও এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। সহযোগের প্রতিশ্রুতি সে সময়ের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকেও এসেছিল। মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাঙ্গলা ভাষায় সেমিনার করা হতো যাতে অধ্যাপক সত্যেন বসু, ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বি. ডি নাগ চৌধুরী প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করতেন । আজ আমরা রাজনীতির মত শিক্ষানীতিতেও মানসিক দিক থেকে এগোবার পরিবর্তে পিছিয়েই

গেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সে সময় প্রস্তাব এসেছিল বিজ্ঞান শিক্ষার স্বার্থে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু রাখতে হবে। বিজ্ঞানের অধ্যাপকরাই সমর্থন না করায় সে প্রস্তাব পাশ হতে পারে নি এবং ইংরেজিপ্রেমীদের পিছু হঠতে হয়েছিল।]

....

D. Ganguly M. Sc.(Cal.) Ph.D.(Lond.)
Department of psychology
University Of Calcutta

21/1A FERN ROAD Calcutta
Phone : 46-1768

ফেব্রুয়ারী ৪, ১৯৫৮

বিজ্ঞান সাধনায় যে সুক্ষ দৃষ্টি ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন তা মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া অনুশীলন অসম্ভব। 'বিজ্ঞান ভারতী' যুগক্ষণেই জন্মলাভ করেছে। বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় 'বিজ্ঞান ভারতী' নিশ্চয়ই তার চিহ্ন রাখতে পারবে এই আমার বিশ্বাস।

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

....

INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS
92, Upper Circular Road,
University Of Calcutta
Calcutta - 9

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ নিয়ে যখনই আলোচনা হয়, নৈরাশ্যের সাথে অনেকে মন্তব্য করেন -- আমাদের দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানের কথা অস্পষ্ট থেকে যায়, পুর্ণভাবে যে কোন তথ্যের বিচার বিবেচনা প্রায় অসম্ভব। এর একমাত্র কারণ -- আমাদের ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রকাশভঙ্গীর উপযোগী শব্দের অভাব।

বহু যুগের চেষ্টায় বিদেশী ভাষায় এক বিশিষ্ট সম্পদ গড়ে উঠেছে, -- তা হচ্ছে বিজ্ঞানের শব্দকোষ। প্রত্যেকটি শব্দ তার কোন না কোন বৈজ্ঞানিক মূল সূত্রের সাথে গাঁথা। এরূপ সুষ্ঠু সুসঙ্গত বিজ্ঞানের ভাষা গড়ে তুলবার জন্য আজ প্রয়োজন আমাদের ভাষায় নতুন শব্দবিন্যাস ও পরিভাষার সৃষ্টি।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা যত বাড়বে উপযুক্ত শব্দ সৃষ্টির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা ততই চলবে। ধীরে ধীরে আমাদের মাতৃভাষা বিজ্ঞানের উপযোগী শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত দেশে আজকাল চেষ্টা চলেছে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বহুল প্রচার। সহজ ও সরল ভাষায় বিজ্ঞানের তথ্য পরিবেশন করায় এক সুফল ফলে, শৈশব থেকে বিজ্ঞানের সাথে নিবিড় পরিচয় ঘটে, এক সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। এই মহৎ পরিকল্পনার ভার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বিজ্ঞান ভারতী'। আলোচনা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্য ও তথ্যের কথা সহজভাবে প্রকাশ করতে হবে -- এই কর্ত্তব্য পালনে যেন প্রত্যেকটি বিজ্ঞানসেবী ব্রতী হয়।

রবীন্দ্র নাথ রায়

.... বিজ্ঞান চর্চা প্রসারিত ও ফলবতী করিতে হইলে দেশবাসীকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব মাতৃভাষার মাধ্যমেই বুঝাইতে হইবে। এই জন্য যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। তবে যে সব বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রায় একই রকম সেগুলিকে অপরিবর্তিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার, এই উদ্দশ্যে লইয়া বিজ্ঞান ভারতী বাহির হইয়াছে। তাহারা এই প্রচেষ্টায় সফল হউক।

ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ

Palit Prof. Science College

....

University College of Science and Technology,
Deptt. of Apld. Physics Calcutta -9

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা চলুক 'বিজ্ঞান ভারতী'র এই কামনা। এ কামনা এতই স্বাভাবিক যে এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি তর্কের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা না হলে দেশের জনসাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু থেকে চিরদিনই বঞ্চিত থাকবে— অথচ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিজ্ঞান আজ মানবসভ্যতার ও সাধারণ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। বিজ্ঞান ভারতীর মহৎ উদ্দেশ্যর সঙ্গে অন্য কোন ভাষাশিক্ষা বা তার আলোচনার কোন বিরোধই থাকতে পারে না। তাই বিজ্ঞানভারতীর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হক সর্ব্বান্তঃ করণে এই কামনা করি। ইতি —

গিরীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

....

University College of Science and Technology,
Deptt. of Apld. Chemistry. Calcutta -9

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান সমস্ত সভ্য দেশেই হইয়া থাকে। বিজ্ঞানাদি দুরূহতর বিষয়ের শিক্ষাদান কার্য্য মাতৃভাষায় সম্পন্ন হইলে বিদ্যার্থিগণের পক্ষে সহজ বোধ্য হইবে বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞান ভারতীর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাইতেছি। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

মহেন্দ্র চন্দ্র মালাকার

১২ই ফাল্গুন ১৩৬৫

....

শিক্ষার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সাধারণ মনের যোগসাধন বর্ত্তমানকালের একটি প্রধান কাজ। বিশেষতঃ এসময়ে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের বহুল প্রসারের এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে ইহা করিতে না পারিলে জনসাধারণের এ বিষয়ে আগ্রহ হইবে না অথবা বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তার লাভ করিবে না। বিজ্ঞান ভারতী একাজে অগ্রণী হইয়াছে । ইহা সুখের কথা। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের পঠন পাঠন এবং আলোচনা হইলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের যে শুধু বিদেশী

ভাষার ভারমুক্তির ফলে সময়ের অপব্যয়ের লাঘব হইবে তাহা নহে, বিষয়গুলি বুঝিবারও অনেক সুবিধা হইবে। শিক্ষকতা হইতে যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে মনে হয় মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের পঠন পাঠন অধিকতর সহজ এবং কল্যাণকর। প্রথম পর্য্যায়ে পরিভাষার অভাব জনিত কিছু অসুবিধা হইবে বটে তবে উহা নিতান্তই সাময়িক। উন্নততর পরিভাষা সৃষ্টির দিকেও বিজ্ঞান ভারতী দৃষ্টি দিবে, আশা রাখি।

প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত
প্রেসিডেন্সী কলেজ

....

University College of Science and Technology,
92 upper Circular Road. Calcutta-9

বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এমন কি উচ্চতর পর্য্যায়েও মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত। এবং ইহা কার্য্যকরী করার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাদি যথা, পরিভাষা রচনা, পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতি অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত।

সুশীল কুমার বসু
৬.২.৫৮

....

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টা একেবারে নতুন না হলেও এর মানের উচ্চতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। মাধ্যমিক ও কলেজীয় প্রাথমিক স্তরের উপযোগী কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক এ যাবৎ রচনা করা হয়েছে সত্য, কিন্তু এগুলোর প্রকাশভঙ্গী ও পারিভাষিক উৎকর্ষ যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার দাবী রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণ বাংলা ভাষার মাধ্যমে উঁচু পর্য্যায়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি চালু করার শুভ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে -- এটা খুবই আশা ও আনন্দের কথা। বিজ্ঞান ভারতী'র এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়ে বাংলা ভাষার সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

রণজিৎ কুমার দাস
৪. ২. ১৯৫৮

....

শিশুর ভাষা মাতৃভাষা। শিশু যা কিছু শেখে তার মাতৃভাষার মাধ্যম দিয়েই শেখে। যদি আমরা শিশুকে সত্যি সত্যিই শেখাতে চাই তবে তার মাতৃভাষার ভেতর দিয়েই করতে হবে। তাই আজ দেখি পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই শিশুকে স্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মাতৃভাষার মধ্যে দিয়েই সবকিছু শেখানো হচ্ছে। একমাত্র আমাদের দেশেই এর ব্যাতিক্রম ঘটেছে। এই ব্যবস্থার অবশ্যই প্রতিকার করা দরকার। এই ব্যবস্থা আজ সকলকে মেনে নিতেই হবে যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমস্ত শিক্ষাই মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে হতে হবে। এতে শিক্ষা হবে সহজ সরল--আর মানুষের মেধাশক্তির অপচয়ের মুক্তি।

আমি দৃঢ়বিশ্বাস করি যে বর্তমান ব্যবস্থার অচিরেই সমাপ্তি হবে আর তার জায়গায় স্থান পাবে—সুস্থ, স্বাভাবিক, সহজ সরল— মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, সর্ব্বস্তরে সর্ব্বশ্রেণী পর্য্যন্ত।

পীযূষকান্তি চৌধুরী, এম. এসসি. ডী. ফিল (ক্যালি.)
বিজ্ঞান কলেজ, ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

....

University College of Science / Physics Department 18. 2. 58

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা সব সময়েই সমর্থনীয় এবং প্রত্যেকটি বিজ্ঞানে উন্নত দেশেই তাহা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও পাঠ্য পুস্তক রচনা, পরিভাষার সৃষ্টি ইত্যাদির মধ্য দিয়া এই প্রয়োজনীয় রূপান্তরণের জন্য সমস্ত অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও সরকারের একযোগে সচেষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে।

পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

....

Dr. B. D. Nag Chowdhury
M.Sc., Ph.D

43 A, Biren Roy Road.
Calcutta - 8

.... বাংলাভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য খুবই কাম্য। উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করতে হলে নানান রকম সমস্যার সমাধান প্রয়োজন হবে। দুঃখের বিষয় এই শ্রমসাধ্য/জটিল প্রশ্নগুলো এখনও আমাদের দেশে বিশেষ কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। প্রাথমিক উদাহরণ, গত কয়েক বৎসরে মৌলিক বস্তু ৯২ থেকে ১০২ অবধি এগিয়ে গিয়েছে। এই ১০২ টা নামের মধ্যে অধিকাংশ নামগুলি মোটামুটি আন্তর্জাতিক অর্থাৎ উরালিয়াম বা হিলিয়ামের, রুশ, ফরাশী কিম্বা ইতালীয় ভাষায় অন্য প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়না। মৌলিক বস্তুর আন্তর্জাতিক চিহ্নগুলো সবদেশেই প্রচলিত। লোহা ইংরাজিতে Iron হলেও কিন্তু Fe (Ferrum) আন্তর্জাতিক। ইংরাজিতে সেখানে কোনো নিজস্ব চিহ্ন নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথা স্তানভিয়াম বা জর্মেনিয়াম — আন্তর্জাতিক শব্দটাই ইংরাজিতে প্রচলিত। নতুন শব্দের সৃষ্টির কোনও চেষ্টা এসব ক্ষেত্রে হয়না। যখন আমরা $Fe_2 O_3$ লিখি রুশ, ইতালিয়, জাপানী, ফিলিপিনো সকলেই অর্থ বোঝে শুধু ইংরেজরা নয়। মৌলিক বস্তুগুলোর নামের পেছনে ইতিহাস রয়েছে — বোরোন শব্দ এসেছে আরবী বুরাঃ থেকে সামারিয়াম এসেছে এক রুশ কর্মচারী সামারস্কির নাম থেকে, অধুনা ফারমিয়াম নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ফারমির স্মৃতিতে। জাপানীরা তুর্কীরা নুতন জাগরণের মধ্যে মৌলিক বস্তুর নামগুলো বা শূন্য থেকে নয় অবধি সংখ্যার লিপি, আন্তর্জাতিক ব্যবহৃত পদ্ধতি অক্ষুন্ন রেখেছে। জাতীয় মর্য্যাদা তাতে ক্ষুন্ন হয় নাই — উপরন্ত আজকে জাপানী বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা কোনো জাতির থেকে কম নয়। তুর্কী ভাষার সংস্কার চেষ্টায় লাটিন লিপিতে তুর্কী ভাষা প্রচলিত করছে। জাপানীরা ভাষার শোধনার্থে ..... লিপি ও আন্তর্জাতিক চিহ্ন প্রচলিত করেছে।

আমাদের দেশে পালি লাটিন লিপিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং স্বদেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞরা লাটিন লিপিতেই পালি শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য খুবই বাঞ্ছনীয় কিন্তু সে সঙ্গে ভাষার উন্নয়ন ও প্রশস্ততার চেষ্টা যদি না চলে উদারতার যদি অভাব ঘটে তাহলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার কখনই প্রসার পাবে না। আমাদের ল্যাবরেটরিতে দুজন চীনে বৈজ্ঞানিক কাজ করেন তাদের সঙ্গে আমাদের ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম এখনও একটা বিকৃত ইংরাজি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাতির প্রগতির চেষ্টায় ....

[পাণ্ডুলিপি জীর্ণ হওয়ায় আংশিক পাঠোদ্ধার দেওয়া গেল - সং প্রতর্ক]

....

2. Palm Place, Ballygunge,
Culcutta - 5. 3. 1958

প্রীতিভাজনেষু,

আমার মতামত আমি ভাষা সম্পর্কিত ইংরাজি প্রবন্ধে (Science & Culture এ) প্রকাশ করিয়াছি। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার জন্য পুস্তক রচনা ও অনুবাদ আবশ্যক। এখনই এই কাজ আরম্ভ করিলে স্নাতক পরীক্ষা পর্য্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শীঘ্র পড়ানো সম্ভব হইবে। তবে "সম্মান" ও "স্নাতকোত্ত র" পরীক্ষার জন্য আরও সময় লাগিবে। এ বিষয়ে সময় নির্দেশ আমার প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশের জন্য সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। আরম্ভে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অসুবিধা আছে। পুস্তক বেশী বিক্রয় না হইলে লোকসান হইতে পারে বলিয়া চিত্র প্রভৃতি ও ছাপার অক্ষরের আয়তন সবই খরচের দিক হইতে ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ও ব্যবস্থা করা বেশী সহজ মনে হয়।

ইতি
শুভার্থী
ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

....

University of Calcutta, Institute of Radio Physics and Electronics
92 Upper, Circular Road. Calcutta-9, India

অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় বিজ্ঞান শিক্ষাও মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত — এ বিষয়ে কোনওরূপ মতদ্বৈধ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তাই বিজ্ঞান ভারতীর প্রচেষ্টা অভিনন্দনের যোগ্য তবে শিক্ষার উচ্চস্তর পর্য্যন্ত পরিবর্তন সাধন স্বল্পায়াস সাধ্য নহে। ইহা প্রভূত সময় এবং উদ্যমসাপেক্ষ। এইরূপ সক্ষম কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি হউক ইহাই কামনা করি।

মুক্তি সাধন বসু

....

University of Calcutta, Inuititute of Radio Physics and Electronics

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের মৌলিক বিশ্লেষণ, প্রচার ও শিক্ষার প্রচেষ্টাকে আমি সর্ব্বান্তঃ করণে সমর্থন করি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতেরও ঐতিহ্য আছে। বিজ্ঞান ভারতীর এই চেষ্টাতে বিজ্ঞান আরও সুষ্ঠু ও সৌন্দর্য্যময় হয়ে উঠুক এই আমার একান্ত কামনা।

সন্তোষ সেন

....

Dr. S. Sinha, M.sc. (Cal), Ph.D. (Graz)
Reader in Psychology, Editor : Indian Journal of Psychology

চিরকাল বিজ্ঞানের সাধনা সর্বদেশের উন্নতির মূল । বৈচিত্রময় জগতে আধুনিক যুগানুযায়ী বিজ্ঞানের অনবধান মনুষ্যত্বের ক্ষতিকারক। ভারত এককালে বহু বিষয়ে নানারকম ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা দ্বারা পৃথিবীতে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গিয়েছে। মধ্যযুগে পরাধীনতার অভিশাপে তার সেই গৌরব সাময়িকভাবে অবলুপ্তির পথে ছিল। স্বাধীনতার যুগে চির নবীনের উৎসাহে প্রায়লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার পূর্ণোদ্যমে হতে চলেছে — এ নিশ্চয়ই আশার কথা — আনন্দের কথা।

ঐতিহ্যের উল্লেখ মাত্র দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণের চেষ্টা ভারতের পক্ষে উপযুক্ত নয়। কার্য্য ক্ষেত্রে তার প্রমাণ আবশ্যক। সুকঠিন বিজ্ঞানের দূরূহ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা যখন মাতৃভাষায় প্রসার করা সম্ভব হয় তখনই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী। বঙ্গদেশের বহু বিজ্ঞানী পৃথিবীর নানা দেশ বিদেশে নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে জনহিতকর আবশ্যকীয় বিজ্ঞান বিস্তারে বাংলার সাধারণ লোক উপকৃত হবেন সন্দেহ নাই। মনুষ্য সমাজকে উন্নত করাই বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ। বঙ্গভাষার মাধ্যমে সেই উন্নতি বিস্তার লাভ করুক এ সকলেরই কাম্য ও বরণীয়।

Dr. S. Sinha
২১ শে মাঘ ১৩৬৪

....

University of College of Science & Technology
Deptt. of Applied Chemistry.

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষাকে সফল করে তুলতে হলে মাতৃভাষা মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তনই একমাত্র পথ। এবং সেইজন্য আজ প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা পরিভাষা সৃষ্টি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটি বিজ্ঞানব্রতীরই এগিয়ে আসবার সময় হয়েছে।

এ বিষয়ে বিজ্ঞান ভারতীর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

শৈলেশ চন্দ্র রায়

....

Dr. Monindro Mohan Chakraborty, M.Sc, Ph.D (Liver Pool)
Reader in Applied Chemistry & Member of the Senate
Calcutta University.

সম্প্রতি ভাষা সমস্যা লইয়া ভারতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দীভাষা সরকারী ভাষা হইবে কিনা ইহা লইয়া বিতণ্ডার উদ্ভব হইলেও বিকল্প হিসাবে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বা স্থায়ী ভাবে ইংরাজি ভাষাকে ব্যবহার করার সপক্ষে বহুব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার প্রসঙ্গে ইংরাজীকে মাধ্যম রাখার দাবী উথাপিত হইয়াছে। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে এই যুক্তির সমর্থক নই। বিজ্ঞানের দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার যদি আমাদের কাম্য হয় (যাহা বর্তমানে আমাদের বাঁচার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়) তাহা হইলে মাতৃভাষা ব্যাতিরেকে অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। বাংলা ভাষার উন্নতির কথা চিন্তা করিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করার কোন প্রতিবন্ধক নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মনীষীগণ ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং চীন ও জাপানের শিক্ষা বিস্তার পদ্ধতির মধ্যেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার প্রসার একান্ত কাম্য ও আশু কর্তব্য।

মণীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী

৫. ২. ৫৮

....

.... মাতৃভাষাই প্রতিভা বিকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। ইংরাজি ভাষা, জার্মান ভাষা অথবা অপর যে কোন ভাষা শিক্ষায় আপত্তির কোনই কারণ নাই; কিন্তু ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে জাতির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে মোটেই তাহা কল্যাণপ্রসু হইবে না। বিদ্বান ও মেধাবী ব্যক্তিরা বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিলে বিদেশের রত্নরাজি আহরণ করিয়া আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিবেন; কিন্তু সেই জন্য সকলকেই ইংরেজী শিখাইবার প্রচেষ্টা অর্থহীন এবং তাহা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থীই হইবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে ভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হইতেছে -- তাহাদের শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত। এক সময়ে আইন করিয়া ইংরেজীকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার বাহন করা হইয়াছিল। আজও কি সেই ব্যবস্থাই বলবৎ রাখিতে হইবে? বিজ্ঞানই হউক, কি সাহিত্যই হউক, ইয়োরোপ বা অন্যান্য দেশে কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় না। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের সর্ববিষয়ে অগ্রগতি অব্যাহত রাখিতে হইলে আমাদিগকেও শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকেই মাধ্যম

হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
সম্পাদক, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

১৬ সারকুলার রোড, কলিকাতা - ৯, (২১/৩/৫৮)

....

University College of Science & Technology
Deptt. of Chemistry.

বিজ্ঞান ভারতী প্রকাশনায় আনন্দ জানাই। অভিনন্দন জানাই এর উদ্যোক্তা তরুণ বিজ্ঞানসেবীদের। তাঁদের পরিকল্পনা সফল হোক, পূর্ণশ্রী হোক তাঁদের প্রচেষ্টা।

বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে বাস করে, বিশেষ করে স্পুটনিক আর পারমাণবিক বোমার যুগে বাস করে বিজ্ঞানকে স্বীকার না করে উপায় নেই। অন্যান্য উন্নত দেশ বিজ্ঞানকে স্বীকার করেছে কর্ম ও মর্মেও। সে সব দেশে বিজ্ঞানের আয়োজন আর প্রয়োজনের প্রস্তুতি ব্যাপক। আমাদের দেশে সে প্রস্তুতি আজও হয়নি। আমাদের দেশে বিজ্ঞান পরীক্ষা পাশের উপকরণ মাত্র। বিজ্ঞানের ভূমিকা শুধুই পরীক্ষা আর ডিগ্রী নয়, তার পরিধি সমগ্র জনচিত্ত। এদেশে জনচিত্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধে উদাসীন, বিমুখও। জনচিত্তে বিজ্ঞানের ভীতি কাটিয়ে ঔৎসুক্য বোধ জাগানোর চেষ্টা এদেশে আগে হয়নি, এখনও প্রয়োজনের তুলনায় যথার্থ ভাবে হচ্ছে বলা চলে না। একাজ যথার্থ ও সার্থকভাবে করতে হল মাতৃভাষায় মাধ্যমেই বিজ্ঞানকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যাই অধিক, সে দেশে কোনও বিদেশী ভাষার সাহায্যে একাজ সম্ভব নয়। বিজ্ঞান কিছুই দুরুহ নয়। মাতৃভাষায় এর প্রচার কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞান ভারতীর প্রকাশ, সেই মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের মহৎ চেষ্টার অন্যতম সংযোজন বলেই এ প্রচেষ্টায় অভিনন্দন জানাই।

নীহার কুমার দত্ত

....

University College of Science and Technology
Department of Applied Chemistry

......শিক্ষার প্রতি স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা মাতৃভাষার মধ্য দিয়া হওয়া উচিত। প্রতিটি স্বাধীন, সভ্য এবং বিজ্ঞান উন্নত দেশেই তাহা হইয়া থাকে এবং আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষাকে ফলবতী করিতে হইলে, ইহাই একমাত্র পথ। কিন্তু ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের পুস্তক, মাসিক পত্রিকা কিছুই নাই, সুতরাং এ বিষয়ে সমস্ত ছাত্র, বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারকে এক যোগে এগিয়ে আসা উচিত।

— ৭/২/৫৮ গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

....

পোঃ বাড়বাসুদেবপুর জিলা মেদিনীপুর
তাং ২৫/২/১৯৫৮

শিক্ষার শেষ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এই আদর্শ সামনে রেখে বাংলায় বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ পরিবেশর্ন করার সংকল্প নিয়েই বিজ্ঞান ভারতী। তাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক ইহাই কামনা করি।

প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ

....

Dr. A. N. Saha, M.Sc., D.Phil
Lecturer in Applied Chemistry, University of College Science, Calcutta-9
6. 2. 1958

আমাদের মাতৃভাষায় চেয়ার যেমন কেদারাকে সরাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে সেইরূপ বিজ্ঞান পঠন ও অনুশীলন করিতে যে সকল আধুনিক শব্দ বিদেশী ভাষায় ব্যবহার করা হইতেছে সেইগুলোকে আমাদের মাতৃভাষার শব্দ হইবার অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া এবং আন্তর্জাতিক সাঙ্কেতিক শব্দগুলিকে রাখিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিলে শিক্ষার বহুল প্রসার ও ছাত্র ছাত্রীদের সহজে ব্যুৎপত্তিলাভ শীঘ্রই হইতে পারিবে।

অমরেন্দ্রনাথ সাহা

....

Department of Applied Chemistry 7. 2. 58

...... ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করার উদ্দেশ্য বিজ্ঞানকে ভারতের জনসাধারণের অনায়াস আয়ত্তের মধ্যে লইয়া আসা। ইহার জন্য আবশ্যক সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এবং জনসাধারণকে সেইগুলির সম্পর্কে পরিচিত এবং অভ্যস্ত হইতে দিবার জন্য প্রবন্ধের মারফৎ বহুল প্রচার।

আজকের দিনে প্রায় প্রত্যেক জাতিই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য যে শক্তি ও সময় অনর্থক অপব্যয় হয় তাহা হইতে নিজেদের রক্ষা করিতেছে বা করিয়াছে। আমাদেরও এই বিষয়ে তৎপর হওয়া আবশ্যক। জনসাধারণের মধ্যে 'বিজ্ঞান ভারতী'র ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টা সার্থক হইয়া উঠুক ইহাই কামনা।

শ্যামলাল গুপ্ত

....

...... মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচারের প্রচেষ্টা বাংলাদেশে পূর্ব্বে বহু মনীষী করে গেছেন। আজ মনে পড়ে অক্ষয় দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সত্য লাহা, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায় ও রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীর কথা। তাঁদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল না হবার কারণ এব্যাপারে আমাদের দেশের তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের সম্পূর্ণ উদাসীনতা। বিগত দশবছর ধরে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই মহান কাজে ব্রতী হয়েছে। আজ বড়ই আশা ও আনন্দের কথা যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দীপনা নিয়ে 'বিজ্ঞান ভারতী'র প্রতিষ্ঠা করেছেন । এদের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ—মাতৃভাষায় শিক্ষা, ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান ও ভারতের বিজ্ঞান সাধনার ঐতিহ্য প্রচার। আমরা যারা শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজ করি তাদের ঐকান্তিক সমর্থন ও সহযোগিতা এদের কাম্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচারের এই নব আন্দোলন ভবিষ্যতে শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে ব্যাপ্ত হবে । স্বাধীন ভারতের সেই হবে আর একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত

....

University of Calcutta, Institute of Radio Physics and Electronics

শিশু যখন বিদ্যারম্ভ করে, তখন মাতৃভাষাই তাহার সম্বল। তেমনি যে কোনও নূতন বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই শিক্ষা যত সহজ হইবে, অন্য কোনও ভাষার সাহায্যে ততটা সহজ হইবে না। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা খাটে। তবে মাতৃভাষার মাধ্যমে লব্ধ এই শিক্ষার গভীরতা ও বিস্তৃতি কতটা হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে ঐ ভাষার সমৃদ্ধির উপর।

যতীন্দ্রনাথ ভড়

10. 2. 58

....

Institute of Nuclear Physics
University of Calcutta -
29. 1. 58

বিজ্ঞানের শিক্ষা, গবেষণা ও আলোচনা মাতৃভাষায়ই পূর্ণাঙ্গ হওয়া সম্ভব। গূঢ় বৈজ্ঞানিক চিন্তার ও গবেষণার মানোন্নয়নের জন্যও মাতৃভাষার সহায়তা অপরিহার্য্য। দেশের জনসাধারণকে কুসংস্কারের গ্লানি থেকে মুক্ত করতে হলেও মাতৃভাষার মাধ্যমেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে । এই জন্য সকলের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজনকে আজ আর অস্বীকার করা চলে না।

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়